● (১) পের্তুগীজ মিশনারী -

পোর্তুগীজেরা ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। তারা গির্জা ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার জন্য অনাথালয়, উচ্চশিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ ও পাদ্রি তৈরি করার জন্য ধর্মশিক্ষার সেমিনারি, এই চার রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। প্রথম পোর্তুগীজ শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে **সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও রবার্ট-ডি-নোবিলির** নাম প্রধান। সেন্ট জেভিয়র ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেছিলেন।

পোর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে যে জেসুইট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভারপ্রাপ্ত 'রেক্টর' ছিলেন **টমাস স্টিফেন্স** নামক একজন ইংরেজ। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে সেখানে সেন্ট এন্‌স কনভেন্ট নামে আরেকটি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৬২০ ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ও সালসেটে পোর্তুগীজ যুরেসিয়ান স্কুল খোলা হয়। এ সব স্কুলগুলিতে পোর্তুগীজ ও আঞ্চলিক ভাষা ও খৃষ্টধর্মের মূলসূত্র শেখান হ'ত আর কলেজে তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও ল্যাটিন প্রভৃতি পড়ান হত। জেসুইট মিশনারীরা ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের বই ছাপান। এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এঁদের পাঁচটি ছাপাখানা ছিল।

● (২) ফরাসী মিশনারী ঃ

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী মিশনারীগণ কারিকল, পন্ডিচেরি, মাহে, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতীয় শিক্ষকগণের দ্বারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পন্ডিচেরির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফরাসী ও ভারতীয়

Scanned with CamScanner

কর্মচারীদের সন্তানদের ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। এই শিক্ষা ধর্মনির্বিশেষে বিতরণ করা হত এবং শিক্ষার মান উঁচু ছিল।

(৩) ওলন্দাজ মিশনারী ঃ

ওলন্দাজ মিশনারীরা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সিংহলে কাজ করেন। এঁরা ভারতের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন না, কেবল ক্যাথলিকদের প্রোটেষ্ট্যান্ট করতে চাইতেন।

(৪) দিনেমার মিশনারী ঃ

দিনেমার মিশনারীরা প্রধানত বৃটিশের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দিনেমার মিশনারীরা ভারতবর্ষে কাজ করতেন। এঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন বলে অনেক সময়ে বৃটিশ ইষ্ট কোম্পানীর সহযোগিতায় ও তার এলাকায় কাজ করতেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে **জাইগেনবল্গ (Ziegenbalg)** ও **প্লুশো (Plutschau)** নামক দুজন দিনেমার মিশনারীর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের ট্রানকোয়েবরে কাজ আরম্ভ হয়। এঁরা ভারতীয়দের জন্য পোর্তুগীজ ও তামিল ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা ও নিউ টেষ্টামেন্টের তামিল ও তেলেগু অনুবাদ করিয়েছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা ও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে দুটি 'খৃষ্টান' বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।

১৯১৯ খৃঃ জাইগেনবাল্গের মৃত্যুর পর শুলজ এসে তাঁর স্থান নেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ শিক্ষানীতি বহুলভাবে তাঁর দ্বারাই গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টার জন্য কোম্পানী ছাড়া দেশীয় রাজগণের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য আদায় করতে পেরেছিলেন।

এঁরা সাধারণের শিক্ষার মাধ্যমরূপে তামিল ভাষার ব্যবহার করতেন বলে নিজেরাও তামিল শিখতেন। জাইগেনবল্গ তামিল বাইবেল 'স্তবমালা' লিখেছিলেন, শুলজ তেলেগু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। উচ্চবিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শেখান হত। মাঝে মাঝে অর্থাভাব ঘটলে এঁরা এস-পি-সি-কের কাছে অর্থ সাহায্য পেতেন। বাংলাদেশের মধ্যে শ্রীরামপুরে এঁদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। বহু দিন এ স্থানকে কেন্দ্র করে তাঁরা উত্তর ভারতে প্রচারকার্য চালাতেন।

Scanned with CamScanner